

# SIXTH CONVENTION



## BANGLADESH UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

# 2001

## প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় : বাংলাদেশে প্রকৌশল শিক্ষার পথিকৃত

প্রফেসর মোঃ গোলাম মহিউদ্দিন

১০ বিগত প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) বাংলাদেশের উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার স্নাতক পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। তারা যেখানেই রয়েছেন বয়ে এনেছেন দেশের সুনাম। তারা খ্যাতি অর্জন করেছেন। দেশের শ্রেষ্ঠ মেধাধারীদের এ বিদ্যালয়ই আসা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিখুঁত ভর্তি পরীক্ষাসহ সকল পরীক্ষা পদ্ধতি দেশের সকলেরই গর্ব। কয়েকদিন পূর্বে ঢাকায় এনআরবি 'নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশীদের সংগঠন 'টেকবাজার' উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আতিথেয়তায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল Tech-Transfer 2000 BD সেমিনারে। সেমিনারে আগত বিদেশী বাংলাদেশীরা ভিক্সা নয় প্রযুক্তি (Technology not aid) নীতি নিয়ে দেশের উন্নয়নে শরিক হতে চায়। তারা সাথে করে নিয়ে এসেছে নতুন নতুন বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প, যা তারা নিজেরাই সুদূর প্রবাসে গবেষণার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে অধিকার করেছেন। এজন্য তারা সেমিনারে মিলিত হয়েছেন উদ্যোক্তাদের সাথে, প্রযুক্তিবিদদের সাথে, গবেষকদের সাথে।

১৯৫৪ সালে আমেরিকার ইস্টার্ন-ন্যাশনাল কো-অপারেশন অ্যাডমিনি-স্ট্রেশন (USAID)-এর সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের 'টেকনাস এ এন্ড এম কলেজ'-এর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এশিয়া ফাউন্ডেশনের দেয়া বইয়ের মাধ্যমে এর লাইব্রেরিও সমৃদ্ধ হয়।

টেকনোলজি হিসেবে নামে তাকে অবহিত করা হয়। ১৯৬৮ সালে USAID এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিসমূহের উন্নতির জন্য অনুদান দেয়। তখন উন্নয়নের জন্য সরকার থেকে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যেত তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টি তার ল্যাবরেটরিসমূহের উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। একপর্যায়ে ৮০ দশকের মাঝামাঝি জাপান সরকার, CIDA এবং অনার্য ল্যাবরেটরি-গুলোর উন্নয়নের জন্য সহায়তা করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ৫টি অনুযায়ের ১১টি আভার গ্রাজুয়েট এবং ১৫টি পোস্ট গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম চালু আছে। ১৯৬০ সাল নাগাদ ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও কারিগরি শিক্ষার প্রতি বুকে পড়ে। প্রথম দিকে স্থাপত্য বিভাগেই ছাত্রী আসত, কিন্তু ১৯৬৪ সালে ২ জন ছাত্রী প্রকৌশল ভর্তি হয় যারা ১৯৬৮ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি

স্থাপত্য বিভাগে প্রায় ৯৫০ জন বিসর্জ ডিগ্রি লাভ করেছে।  
বর্তমান শিক্ষকমজলীর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৫০৩টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে ৩৪০ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। ১৩১ জন শিক্ষক বিদেশে উচ্চ শিক্ষা এবং ছুটিতে রয়েছে। মোট শিক্ষকের মধ্যে ১৯৯ জন (৫৯%) পিএইচডি ডিগ্রিধারী।  
বুয়েটের শক্তিশালী ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকালটির শিক্ষকদের দিক বিবেচনায় তাকে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম উন্নত ফ্যাকালটি হিসেবে অবহিত করা যায়।  
এ সকল শিক্ষকের আন্তরিকতা, সততা, ত্যাগ, উদারতা এবং একাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সম্পদ। তারা নিবেদিতপ্রাণ। তারা দেশের জটিল প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রশংসিত হয়েছে।  
৪.০ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বুয়েট প্রতিদিনই সিলেবাস, কোর্স, কারিকুলাম চাহিদার নিরিখে হালনাগাদ করছে। বিজ্ঞান ও প্রকৌশল কোর্সগুলো আন্তর্জাতিক মানের। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে এখানে কিছু কিছু ঘাটতিও রয়েছে। সমাজবিজ্ঞান ও মানবিকের কোর্সগুলো শক্তিশালী করার উদ্যোগ রয়েছে। বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান কোর্সগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।  
৪.০ পোস্ট গ্রাজুয়েট এবং গ্রাজুয়েট ছাত্রদের জন্য BUET-এ গবেষণা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ গবেষণার কাজ ও ফলাফল সরকার, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহারের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।  
যদিও পূর্বের তুলনায় বর্তমানে গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ ব্যাপারে সরকারের উচিত বুয়েটকে অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয়া এবং R&D activities শক্তিশালী করা। তা না হলে একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা অনুযায়ী 'জান ভিক্তিক' সমাজ বা 'মেধা ভিত্তিক' সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমরা পিছিয়ে পড়ব, পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ব।  
৬.০ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতিতে একুশ শতকের প্রকৌশলীদের জীবন পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে। কারিগরি জ্ঞানের ধারণা ১৯০০ সালে যা ছিল ১৯৫০ সালে তা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছিল। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬০ সালে এটি বেড়ে আবার দ্বিগুণ হয়। কিন্তু ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তা বেড়ে চার গুণে দাঁড়ায়। নব্বই দশকে কারিগরি জ্ঞান আট গুণ বৃদ্ধি পায়। সত্যি কথা বলতে কি আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বাস করছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে প্রকৌশল কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমাদের জানা উচিত।  
৬.১ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা প্রকৌশল শিক্ষাকে প্রভাবিত করে ক. প্রযুক্তির নতুন নতুন পদ্ধতি। খ. জাতীয় চাহিদা। গ. দেশের প্রযুক্তিগত এবং শৈল্পিক অবস্থা। ঘ. গ্লোবালাইজেশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ।  
৬.২ প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে ক. গ্লোবাল কমিউনিকেশন এবং নেটওয়ার্কিং। ঘ. রোবট এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। গ. মাইক্রো-সিস্টেম টেকনোলজি। ঘ. জেনারেলিট মানুফ্যাকচারিং। ঙ. সিমুলেশন টেকনোলজি এবং ভারফ্রয়েল রিয়ালিটি। চ. উন্নত বাবহারী বস্ত্র। ছ. বায়োমেট্রিকোলজি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। স্পেস (Space) টেকনোলজি।  
৬.৩ ইমাজিং ট্রেসসমূহের মধ্যে আসছে ক. পেপার লেস অফিস। খ. শিক্ষা এবং গবেষণা-বহির্ভূত কার্যক্রম হ্রাস। গ. কাজের জটিলতা বৃদ্ধি। ঘ. মাল্টি ডিসিট্রিনারির গুরুত্ব বৃদ্ধি। ঙ. গ্লোবাল কমিউনিকেশন ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি। চ. সিস্টেমের flexibility। ছ. সামগ্রিক বৃদ্ধি।  
৬.৪ পেশাগত জীবনে প্রভাব ক. অধিকাংশ প্রকৌশলী কাজ নিয়োজিত থাকবে। খ. নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন যাতে নির্দিষ্ট অধিকার

প্রয়োজন না হয়। গ. কাজের ধরন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হবে সার্বকট্টায় ও দক্ষতা অনুযায়ী। ঘ. স্থায়ী চাকরি ও অবসর গ্রহণের নিয়ম থাকবে না। ঙ. ক্রমাগত নতুন অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা অর্জন। চ. দলবদ্ধভাবে কাজ করা ইত্যাদি।  
৬.৫ আগামীতে বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে কয়েকটি প্রধান ক্ষেত্রে যেখানে কাজের ধারায় লক্ষণীয় পরিবর্তন আসবে তা হলো ঃ ক. ম্যানুফ্যাকচারিং। খ. কমিউনিকেশন। গ. বায়োমেট্রিকোলজি। ঘ. আর্টিকিউলার ইন্টেলিজেন্স এবং রোবটিক্স। ঙ. ইনফরমেশনিক্স।  
৭.০ চাহিদার ভিত্তিতে প্রকৌশল শিক্ষাকে সেলে সাজাতে হবে। শুরুতে কর্মসংস্থান সীমাবদ্ধ ছিল শুধু সরকারি পালটে গেছে। কাজেই আর্থ-কর্মসংস্থান, বাণিজ্য, উদ্যোক্তা, বেসরকারি ক্ষেত্র এবং বিশ্ববাজারের উপযোগী করে প্রকৌশলীদের গড়ে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে অর্থনীতির বাজারে যেমনি উৎপাদিত পণ্যকে বাজার পেতে হয় তেমনি প্রকৌশলীদেরও বাজারে তাদের চাহিদা তৈরি করে নিতে হবে। তাই এর ওপর ভিত্তি করে পাঠানুষ্ঠি পরিকল্পনা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির যুগে অব্যাহত প্রশিক্ষণ খুবই জরুরি। আগামীতে একজন প্রকৌশলীকে তার কর্মময় জীবনে ৭-১০ বার অব্যাহত প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এ শিক্ষা ক্লাস রুম থেকে দূরিক্ষণ পর্যন্তই থাকবে। বুয়েট ইতোমধ্যেই অব্যাহত প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর স্থাপন করেছে।  
৮.০ আধুনিক পদ্ধতিতে ছাত্ররা শিক্ষা উপকরণ হিসেবে Software, computers, programmable calculators, informatics, internet প্রভৃতি ব্যবহার করছে। এসবের মূল ভিত্তি জানবার ক্ষেত্রে ছাত্রদের ওপর চাপ থাকা প্রয়োজন। এমনি ব্যবস্থার মাধ্যমেই সঠিক মূল্যায়িত প্রযুক্তি গড়ে তোলা সম্ভব নতুবা ছাত্রদের জ্ঞানের ভিত্তি শুধু Software সমূহের ওপরই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রতি সাড়া দেয়ার জন্য প্রয়োজন ব্যাপকভিত্তিক সহজবোধ্য নীতিমালা প্রণয়ন। সুশীলতা বা নতুন কিছু করার প্রবণতা জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন

ঘটাতে হবে। সেজনা প্রয়োজন সমস্যা বা পদ্ধতিভিত্তিক অনুশীলন বা নতুন কিছু করার প্রবণতা জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সেজনা প্রয়োজন সমস্যা বা পদ্ধতিভিত্তিক অনুশীলন। পণ্য তৈরি, পণ্য উন্নয়ন, শিল্প ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে- উৎপাদন প্রকৌশলের প্রতি জোর দিতে হবে। বর্তমানেও পুনঃ প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিযুক্ত প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের প্রশিক্ষণের বিষয়টিও সংস্কার প্রয়োজন। তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করে শিল্পায়নের মাধ্যমে উন্নতির জন্য উন্নত দেশের উন্নয়নের জন্য ন্যূনতম প্রযুক্তি জ্ঞান প্রয়োজন। বর্তমানে আমাদের দেশে তা নেই। উন্নত দেশগুলোর মতো এক্ষেত্রে এমনভাবে বিনিয়োগ করতে হবে। প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিকায়ন সম্পর্কিত। যনির্ভরতা ও আধুনিকায়নের জন্য ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে সৃষ্টি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রয়োজন। কম্পিউটার সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং যথাযথ টেলি-যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগারগুলোকে কম্পিউটারায়ন ব্যবস্থার অণুভাগ আনতে হবে। কারিগরি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিক যেমন নতুন নতুন প্রযুক্তি ও ক্ষেত্রে শক্তিশালী করতে হবে ও সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কেও মাল্টি মিডিয়াভিত্তিক পড়াশোনার ব্যবস্থাদি করতে হবে।  
৯.০ কারিগরি শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। উচ্চমান অর্জনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হলে এখন শুধু উৎপাদনশীলতাই প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন বিজ্ঞানমূলক দক্ষ জনশক্তি। বিশ্বমানের মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তি তৈরির জন্য গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিস্তার ঘটতে প্রয়োজন উচ্চ চাহিদার প্রতি সাড়া দেয়ার জন্য প্রয়োজন ব্যাপকভিত্তিক সহজবোধ্য নীতিমালা প্রণয়ন। সুশীলতা বা নতুন কিছু করার প্রবণতা জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন

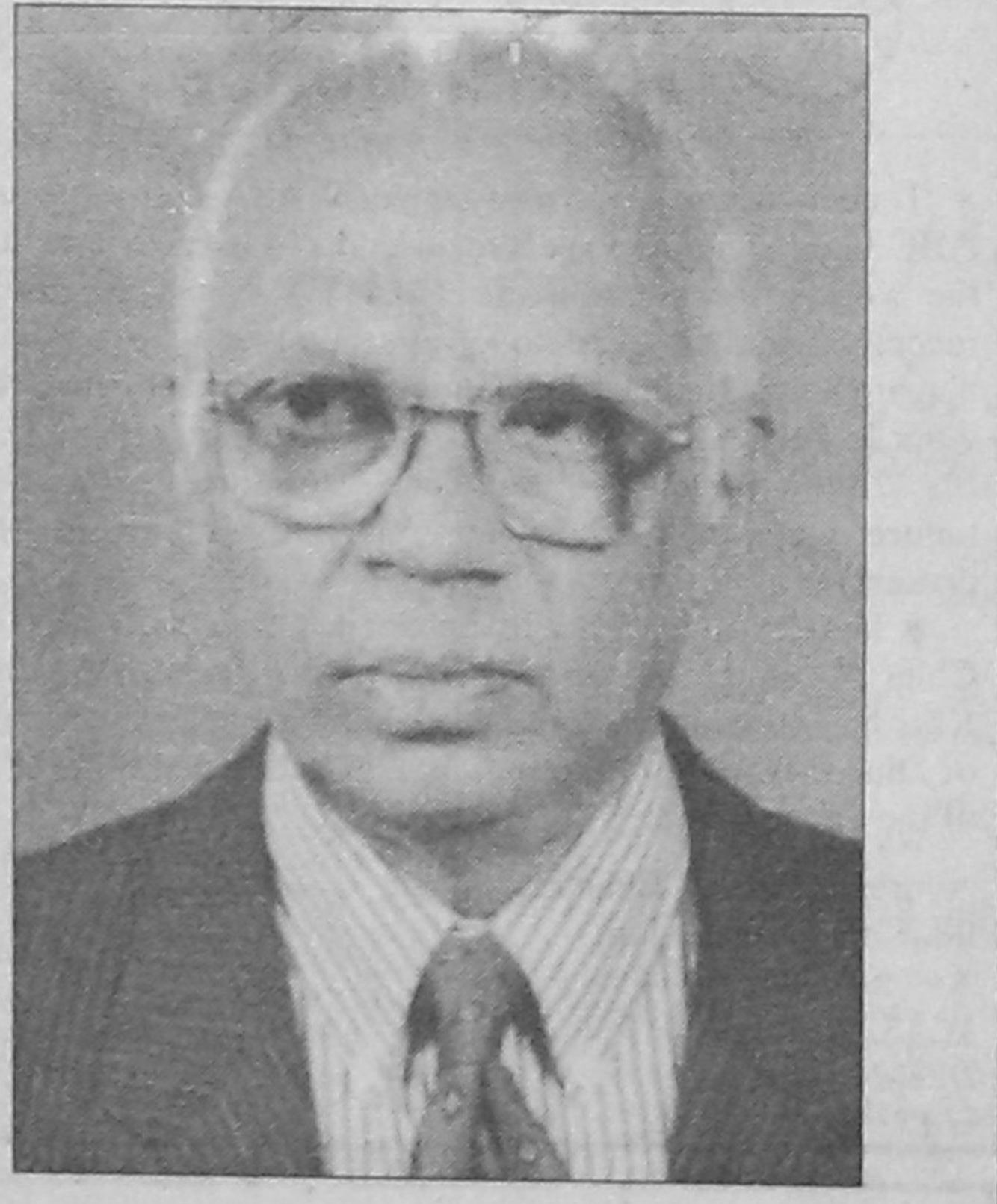


প্রধানমন্ত্রীর বাণী

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। জেনে আমি গভীর আনন্দ অনুভব করছি। জাতীয় উন্নয়নে এ বিশ্ববিদ্যালয় গুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দু'বার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানের তথ্য প্রযুক্তির যুগে এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি।  
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবং জাতীয় প্রয়োজনের নিরিখে তথ্য প্রযুক্তিসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্বিক উন্নয়নে বহুপরিচর। এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সরকারের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নাদীন রয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির বিকাশে ইতোমধ্যে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। সমাবর্তনের মাধ্যমে সনদ গ্রহণকারী প্রকৌশলী, স্থপতি, বিজ্ঞানী ও পরিকল্পনাবিদগণ ক্রমপরিবর্তনশীল বিশ্বের নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণ এবং দেশীয় পরিস্থিতি তা ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের সেবায় এগিয়ে আসবেন বলে আমার বিশ্বাস।  
আমি সমাবর্তনে সনদ গ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানাই এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ সমাবর্তনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা  
প্রধানমন্ত্রী  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



শিক্ষামন্ত্রীর বাণী

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পাদপীঠ হিসেবে সুপরিচিত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদানকারী সকল ডিগ্রীধারীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শিক্ষাজীবন শেষে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান জীবনের স্মৃতিময় ও আনন্দময় দিনগুলির অন্যতম। আজকের এই অনুষ্ঠান তাদের মনের স্মৃতিকোঠায় চির উজ্জ্বল থাকবে এটা ই স্বাভাবিক।  
বাংলাদেশ একটি বিপুল সম্ভবনার দেশ। এই সম্ভাবনার মূল হাতিয়ার হচ্ছে দক্ষ মানব সম্পদ। তথ্য প্রযুক্তিসহ আধুনিক জ্ঞানসমৃদ্ধ আজকের প্রযুক্তিবিদগণ এই সম্পদের অধিকারী। তারা দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তরে তাদের যোগ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রদর্শন করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি।  
আরো বিশ্বাস করি, আজ যারা ডিগ্রী অর্জন করে সার্বদেশে ছড়িয়ে পড়বেন তারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা সফল করে তুলতে অবদান রাখবেন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায়ও হবেন প্রধান সারথি।


জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

এ এস এইচ কে সাদেক  
মন্ত্রী  
শিক্ষা মন্ত্রণালয়  
এবং  
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ

বিভাগওয়ারী শিক্ষকদের তালিকা নীচের ছকে দেয়া হলো

| বিভাগের নাম                                 | পিএইচডি ডিগ্রীধারী শিক্ষকের সংখ্যা | মোট শিক্ষকের সংখ্যা (ছুটিসহ) |
|---|------------------------------------|------------------------------|
| কেমি কৌশল                                   | ৮                                  | ২৯                           |
| ধাতব কৌশল                                   | ১০                                 | ১৮                           |
| রাসায়ন                                     | ১০                                 | ১৪                           |
| গণিত  | ৩                                  | ১৬                           |
| পদার্থবিদ্যা                                | ৯                                  | ১৫                           |
| পরিএমআরই                                    | ৩                                  | ৫                            |
| পুরকৌশল                                     | ৫                                  | ৮                            |
| পানি সম্পদ কৌশল                             | ৯                                  | ২৫                           |
| যন্ত্র কৌশল                                 | ২৪                                 | ৫৮                           |
| নেচার অর্কিটেকচার এন্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং  | ৪                                  | ১৮                           |
| ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং | ২                                  | ১৬                           |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল                     | ৮                                  | ৮                            |
| কম্পিউটার কৌশল                              | ৬                                  | ৩৮                           |
| আর্কিটেকচার                                 | ৭                                  | ৩৫                           |
| সমাজবিজ্ঞান                                 | ২                                  | ১২                           |
| নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা ও প্ল্যানিং           | ৭                                  | ১২                           |
| ইনস্টিটিউট এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি           | ৩                                  | ৪                            |

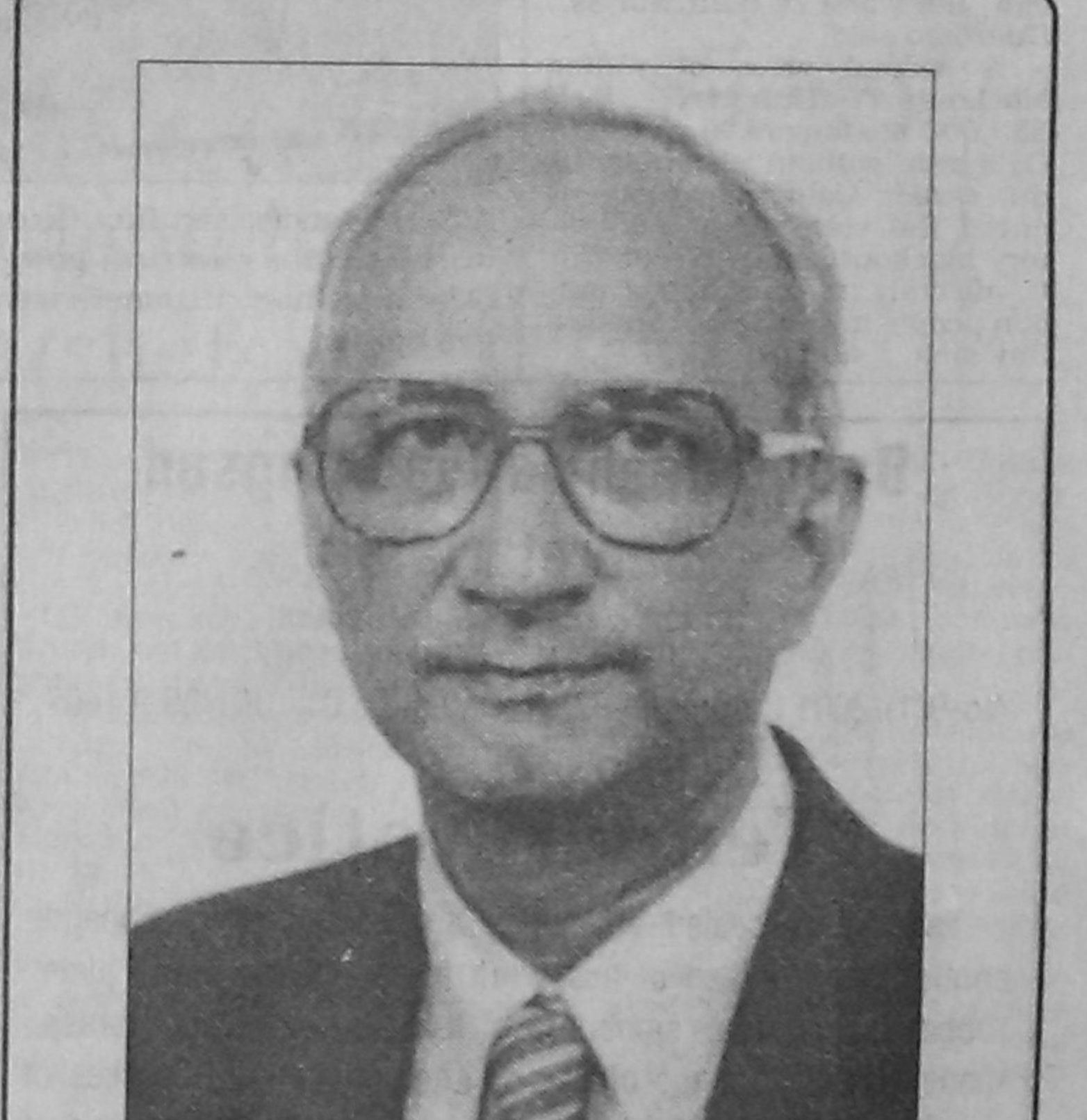
১৯৬০ সালের মধ্যে কলেজটি সুসংগঠিত হয় এবং তা উন্নত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৬১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার XXXVI নং অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাহিদার নিরিখে কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত করে আভার গ্রাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট এবং রিসার্চ কার্যক্রম চালু করে। ফলে দেশের উন্নতি এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ সময়ে ছাত্র সংখ্যাও ৩৬০ জনে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৬২ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি পূর্ব পাকিস্তান ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি হিসেবে যাত্রা শুরু করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ইউনি-ভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ও



## বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

### ঢাকা

বিশেষ কোডপত্র  
অন-সক্সা ও সহযোগিতায় ঃ এড্‌ডানাস এ্যাডভান্সড ইঞ্জিনিয়ারিং



ভাইস-চ্যান্সেলরের বাণী

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ সমাবর্তন আয়োজন করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও প্রতি বছর শিক্ষার্থী সমাপনান্তে সমাবর্তন আয়োজন করা আমাদের একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু বিভিন্ন অতিকূল্যতা তা সম্ভব হয়ে উঠছে না। এবারের সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ডিগ্রীধারী সনদ গ্রহণকারী সকল স্নাতকদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।  
বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন ও দ্রুত পরিবর্তনের ফলে প্রযুক্তির জীবন চক্র কমে এসেছে। আমরা প্রতিদিনই এ পরিবর্তনের সাথে আমাদের কোর্স কারিকুলাম হালনাগাদ রাখার চেষ্টা করছি। তথ্য প্রযুক্তির বর্তমান যুগে সর্বত্র জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা চলছে। জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজের অন্যতম প্রধান বিষয় হচ্ছে অব্যাহত গবেষণা ও উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ। বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে গবেষণার জন্য গুরু অর্থের প্রয়োজন। আমরা গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য অবিরাম চেষ্টা চালাচ্ছি। আমাদের এলআনআইদের নিষ্ঠাও আবেদন জানিয়েছি। আমরা আশা করি সরকার এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অনুদান দিয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করবেন।  
তথ্য প্রযুক্তির বর্তমান সময়ে আমাদের নবীন ছাত্র-ছাত্রী ও স্নাতকরা দেশে বিদেশে অবদান রাখছে। এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আমরা মানসম্পন্ন প্রকৌশলী তৈরি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।  
৬ষ্ঠ সমাবর্তন-এর সর্বাঙ্গীণ সফলতার লক্ষ্যে নিয়োজিত সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ওতানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।  
অধ্যাপক নূরউদ্দীন আহমদ  
ভাইস-চ্যান্সেলর  
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়